



শদর্শন

সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ১৩, ইংরিজি ২০২৬, অক্টোবর ১

কাশ্মীরে যৌথ অভিযানে খতম লক্ষর কমান্ডার

নয়াদিহ্লি: গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরের বাডগাম জেলার খানসাহিব থানার অন্তর্গত গুরওয়াতকলানে লক্ষর-ই-তৈবার (এলইটি) শীর্ষ কমান্ডার মুসা ওরফে আসিফ ফৌজিকে খতম করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তাবাহিনীর নজরে ছিল মুসা। সম্প্রতি তার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে প্রযুক্তিগত এবং মানব গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর তাকে খতম করার জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার সমন্বয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্র জানিয়েছে, মুসার মৃত্যুকে জম্মু ও কাশ্মীরে লক্ষর-ই-তৈবার সন্ত্রাসী পরিকাঠামোর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সক্রিয় থাকা এবং একাধিক চাঞ্চল্যকর হামলার সঙ্গে যুক্ত লক্ষর-ই-তৈবার চার শীর্ষ কমান্ডারের পুরো দলটিই এখন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, এই চার কমান্ডারের মধ্যে মুসা ছাড়াও জুনেইদ ভাট, সুলেমান এবং ইয়াসির ছিল। পৃথক অভিযানে আগেই তাদের *দ্বিতীয় পাতায়*

শিবাজী লাহিড়ী

নয়াদিহ্লি: উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের প্রযুক্তিগত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা বিভিন্ন খনিজ সম্পদের যোগান অব্যাহত রাখতে, আগামী ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর, দিল্লির যশোভূমি কনক্লেভে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়া মাইনিং উইক ২০২৬-কে পাথির চোখ করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সরকার। বৃধবার নয়াদিহ্লিতে ‘ইন্ডিয়া মাইনিং: গ্লোবাল কানেক্ট’ বৈঠকে ১৯টি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের খনিজ ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে সম্মেলনে বিদেশি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকার, খনি সংস্থা, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক, বিনিয়োগকারী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সংগঠনকে ভারতীয় খনিজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিও সামনে এসেছে। প্রযুক্তিগত উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারতের খনিজ কৌশল এখন দেশের ভূখণ্ডে খনন বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজের দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদেশের খনি, অনুসন্ধান, প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং বাজার—সবকিছুকে একই সরবরাহ-শৃঙ্খলের মধ্যে আনার দিকে এগোচ্ছে ভারত। চিলির লিথিয়াম, ইন্দোনেশিয়ার নিকেল, জাম্বিয়ার তামা ও কোবাল্ট, মোজাম্বিকের গ্রাফাইট থেকে শুরু করে ইউরোপ ও আমেরিকার খনন প্রযুক্তি

এবং বিনিয়োগ—বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কে প্রয়োজনভিত্তিকভাবে সাজানোর এই কৌশলেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠছে ইন্ডিয়া মাইনিং উইক ২০২৬। এই জায়গাটিই ভারতের বর্তমান খনিজ কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ক্ষেত্রে কোনও একটি দেশ থেকে আকরিক কিনে নেওয়া দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা তৈরি করে না। ভারতের প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে খনিজের উৎস একাধিক দেশে

ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে নিকেল গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটারি ও স্টেইনলেস স্টিল শিল্পে নিকেলের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার নিকেল সম্পদের সঙ্গে ভারতের শিল্প চাহিদার সংযোগ তৈরি করা গেলে সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব তৈরি হতে পারে। একইভাবে জাম্বিয়ার তামা ও কোবাল্ট এবং মোজাম্বিকের গ্রাফাইট ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্য উন্নত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ

শক্তি। কোনও দেশ যদি ভারতের সঙ্গে খনিজ সরবরাহে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করে, তার সামনে শুধু একটি ক্রেতা নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প ও ভোক্তা বাজারও খুলে যায়। ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং উন্নত উৎপাদন—এই সমস্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের চাহিদা দীর্ঘমেয়াদে বাড়বে। ফলে ভারত তার বাজারকে বিদেশি খনিজ সম্পদের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক সংযোগের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

খনিজ প্রক্রিয়াকরণেও জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা এবং সরকারি উদ্যোগের গুরুত্ব বাড়ছে। বিদেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও অধিগ্রহণের জন্য ভারতের সরকারি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হলে বেসরকারি শিল্পের জন্যও পরবর্তী পর্যায়ে বিনিয়োগের দরজা খুলতে পারে বলেই মনে করছে কেন্দ্র। খনিজ শিল্প মহলের দাবি, সরকার প্রথম পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান বা সম্পদ চিহ্নিতকরণে ভূমিকা নিতে চাইছে। পরে শিল্প ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই সম্পদকে উৎপাদন ও সরবরাহ-শৃঙ্খলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে।

ভারতের ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন এই বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের অনুসন্ধান, উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনর্ব্যবহারকে একসঙ্গে দেখার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। ফলে চুক্তির মাধ্যম বিদেশে খনির দায়ভার গ্রহণ করাই শেষ লক্ষ্য নয় বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বরং উত্তোলন করা খনিজকে ভারতের *দ্বিতীয় পাতায়*



INDIA
MINING
WEEK
15-17 NOVEMBER 2026



থাকবে, অনুসন্ধান ও উত্তোলনে ভারতীয় অংশগ্রহণ থাকবে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই কাঁচামাল ভারতীয় শিল্পে এসে উচ্চমূল্যের পণ্যে রূপান্তরিত হবে। ভারতের সামনে এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ লিথিয়াম। বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি এবং শক্তি সঞ্চয় শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে লিথিয়ামের গুরুত্ব বাড়ছে। চিলির বিপুল লিথিয়াম সম্পদের সঙ্গে ভারতের বিশাল ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারকে যুক্ত করার অর্থ শুধু লিথিয়াম আমদানি নয়। ভারতের জন্য তার কৌশলগত অর্থ হল বিদেশের সম্পদে অংশীদারিত্ব তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেই কাঁচামালকে দেশের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা।

ভূমিকা নিতে পারে। এই কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সরবরাহের উৎসকে ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। মালাউই, ঘানা, ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, মরক্কো, আলজেরিয়া, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সঙ্গে একই ধরনের সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে ভারতের প্রয়োজন আলাদা। কোথাও খনিজ সম্পদ, কোথাও অনুসন্ধান, কোথাও প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, কোথাও খনির যন্ত্রপাতি, আবার কোথাও বিনিয়োগ ও গবেষণা—এই আলাদা সক্ষমতাগুলিকে একই বৃহত্তর সরবরাহ-শৃঙ্খলের মধ্যে যুক্ত করাই কৌশল। ভারতের এই পদ্ধতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও একটি বড়

গ্রিন এনার্জি করিডর সায় দিল ক্যাবিনেট

নয়াদিহ্লি: দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত করা এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিবহণের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রিন এনার্জি করিডর-৩ প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সর্বোচ্চ ১৩৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ পরিবহণের সক্ষমতা তৈরি করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় ৫০ গিগাওয়াট-ঘণ্টা ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম বা ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদনে ওঠানামা, গ্রিডের অতিরিক্ত চাপ, সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়া এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন না থাকা সময়ে চাহিদা পূরণের মতো সমস্যাগুলি মোকাবিলায় এই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রিডে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করতে এই পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ২০৩২-৩৩ অর্থবর্ষের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মোট আর্থিক পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা এবং ৫০ গিগাওয়াট-

ঘণ্টা ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ ব্যবস্থার জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ৫৪ হাজার ৮২ কোটি টাকা। এই আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ পরিবহণের খরচের চাপ কমানো হবে। এর ফলে বিদ্যুতের সামগ্রিক খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে এবং শেষ পর্যন্ত তার সুবিধা পাবেন দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা। গ্রিন এনার্জি করিডর-৩-এর অধীনে নতুন করে তৈরি হওয়া সমস্ত বিদ্যুৎ পরিবহণ প্রকল্প ট্যারিফ-ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করা হবে। ইতিমধ্যে থাকা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং গ্রিড শক্তিশালী করার কাজ কস্ট প্লাস ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ট্রান্সমিশন ইউটিলিটিগুলি সামগ্রিক বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ট্যারিফ-ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন সার্ভিস প্রোভাইডাররা বিস্ত-ওন-অপারেট-মেইনটেন মডেলে কাজ করবে। প্রকল্পটি ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে ৯০০ গিগাওয়াট স্থাপিত অ-জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালী করা এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশগতভাবে স্থায়ী উন্নয়নের পথ তৈরি করতেও এই প্রকল্পের ভূমিকা থাকবে।

এশিয়ান গেম

নয়াদিহ্লি: এশিয়ান গেমসে সোনার পদকজয়ী ভারতীয় তিরন্দাজ ও শুটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরুষদের কম্পাউন্ড দলগত বিভাগে কুশল দালাল, সাহিল রাজেশ যাদব ও গণেশ মণিরত্নম থিরুমুরু, মহিলাদের কম্পাউন্ড দলগত বিভাগে জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পৃথিকা প্রদীপ ও চিকিথা তানিপার্থি এবং ট্র্যাপ মিস্সড টিম বিভাগে নীরু ও কাইনান চেনাইয়ের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। পুরুষদের কম্পাউন্ড দলগত ইভেন্টে সোনা জেতার জন্য কুশল দালাল, সাহিল রাজেশ যাদব ও গণেশ মণিরত্নম থিরুমুরুকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। রোমাঞ্চকর ফাইনালের পর ভারতীয় ত্রয়ী সোনা জয় করে বলে উল্লেখ করে তাঁদের নিখুঁত লক্ষ্যভেদ এবং দলগত সমন্বয়ের প্রশংসা করেন তিনি। আগামী দিনের জন্য তিন চ্যাম্পিয়ন তিরন্দাজকে শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী। মহিলাদের কম্পাউন্ড দলগত বিভাগে সোনা জেতায় জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পৃথিকা প্রদীপ ও চিকিথা তানিপার্থিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের পারফরম্যান্স বিশ্বরেকর্ডের সমান হওয়ায় এই সাফল্য আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ভারতীয় তিরন্দাজদের জন্য এটিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে বর্ণনা করে পুরো দলের আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর ট্র্যাপ মিস্সড টিম বিভাগে সোনা জেতায় নীরু ও কাইনান চেনাইকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।



ই-নিলামে বাংলার স্মারক উঠে এলো রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী মেমেন্টো ই-নিলামের অষ্টম পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং লোকশিল্পের বৈচিত্র্য তুলে ধরছে ১০৯টি স্মারক। দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য, শোলাপিঠ ও ডোকরা শিল্প, বাঁকুড়ার ঘোড়া, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা স্থাপত্য, বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্মারক—সব মিলিয়ে এই সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিস্তৃত ছবি উঠে এসেছে। ২০২৬ সালের পিএম মেমেন্টো ই-নিলামের অষ্টম পর্ব অনলাইনে চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, ধর্মীয় শিল্পকর্ম, ঐতিহাসিক স্থাপত্যের প্রতিক্রপ, লোকশিল্প এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যুক্ত স্মারক। সংগ্রহে বাবা লোকনাথের দুটি মূর্তি রয়েছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরায় গুরুত্বপূর্ণ এই সাধকের একটি মূর্তি সিরামিকের তৈরি, অন্যটি ভিন্ন উপাদানে নির্মিত। তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যোগ ও ভক্তির ঐতিহ্যের প্রতিফলন রয়েছে এই স্মারকগুলিতে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্পেরও উপস্থিতি রয়েছে এই সংগ্রহে। ভারতীয় কর্ক বা শোলা দিয়ে তৈরি একটি শিল্পকর্মে দেবী দুর্গার মুখ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একইভাবে শোলাপিঠ দিয়ে তৈরি মা কালীর একটি শিল্পকর্মেও দেবীর মুখ, তৃতীয় নয়ন এবং বহুস্তরীয় মুকুটের নকশা তুলে ধরা হয়েছে। হাতের কাজে খোদাই করা সাদা শোলাপিঠের অলঙ্করণে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ হস্তশিল্পের আরেকটি দিক তুলে ধরেছে বেতের তৈরি একটি স্মারক। হাতে বোনা বেতের জটিল নকশা এবং প্রাকৃতিক গঠন এই শিল্পকর্মে গ্রামীণ ঐতিহ্য ও টেকসই হস্তশিল্পের পরিচয় বহন করছে। সংগ্রহে রয়েছে হাতে খোদাই করা এক জোড়া বাঁকুড়ার ঘোড়া। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের অন্যতম পরিচিত প্রতীক এই ঘোড়াগুলিতে দীর্ঘ গলা, খাড়া কান এবং জ্যামিতিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাঁকুড়ার পঞ্চমুড়ার শিল্পরীতির সঙ্গে যুক্ত এই ঘোড়া বাংলার লোকশিল্পের পরিচিত নিদর্শন *দ্বিতীয় পাতায়*



সম্পাদকীয়

চিনের সরকার একদিকে যেমন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সুদে ভর্তুকি, প্রযুক্তি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ, পরিকাঠামো বিনিয়োগ এবং আবাসন বাজারে সহায়তার মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে। অন্যদিকে কর আদায়ের পরিমাণও বাড়ছে এবং উচ্চ আয়ের মানুষের কর-অনুগত নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র অর্থনীতিতে অর্থ ঢালছে, একই সঙ্গে রাজস্বের ভিত্তিও শক্ত করার চেষ্টা করছে। এই দ্বৈত নীতি আগামী দিনে চিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম বড় পরীক্ষা হতে পারে। ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে চিনের কর-রাজস্ব আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৯ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে চিনের প্রথম ছয় মাসের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। কর প্রশাসনের ব্যাখ্যায়, কারখানা-দর বা উৎপাদক মূল্যসূচকের ঘুরে দাঁড়ানো, উদীয়মান শিল্পের সম্প্রসারণ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির কারণে কর-রাজস্ব বেড়েছে। ফলে কর বৃদ্ধি মানেই নতুন করের হার বাড়ানো—এমন সরল ব্যাখ্যা এখানে প্রযোজ্য নয়। তবে চিনে উচ্চ সম্পদধারী নাগরিকদের বিদেশে থাকা সম্পদ ও আয় নিয়েও কর-নজরদারি কঠোর হচ্ছে। রয়টার্সের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিদেশি ট্রাস্ট থেকে পাওয়া বা বিদেশে স্থানান্তরিত আয়ের ক্ষেত্রেও কর-নিয়ম প্রয়োগের দিকে বেজিং এগোচ্ছে। এর পেছনে একটি বড় অর্থনৈতিক বাস্তবতা রয়েছে। আবাসন বাজারের দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার ফলে স্থানীয় প্রশাসনের জমি বিক্রি থেকে আয় কমেছে। ফলে রাজস্বের বিকল্প উৎস তৈরি করা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেই করনীতির সবচেয়ে কঠিন প্রশ্টি তৈরি হয়। রাজস্ব বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক আস্থা বজায় রাখা—দুটি লক্ষ্য

সবসময় একই দিকে হাঁটে না। রাষ্ট্র যদি কর ফাঁকি রোধ করে, বিদেশে গোপন রাখা আয়কে করের আওতায় আনে এবং কর প্রশাসনকে আরও কার্যকর করে, তার ফলে রাজস্ব ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু কর ব্যবস্থার নিয়ম যদি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, সম্পদের মূল্যায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় বা অতীতের লেনদেন নিয়েও হঠাৎ কর-দাবি আসে, তখন বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা বাড়তে পারে। রয়টার্সের বিশ্লেষণেও এই ঝুঁকির কথা উঠে এসেছে। চিনের সামনে তাই আসল বিষয়টি কর বাড়ানো বা কমানো নয়। বিষয়টি হল কোন অর্থনৈতিক স্তরে কতটা কর নেওয়া হচ্ছে এবং সেই রাজস্ব কীভাবে আবার অর্থনীতিতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে চিনের সাধারণ সরকারি রাজস্ব ১৫.৬৬৩৩ ট্রিলিয়ন ইউয়ান, অর্থাৎ প্রায় ১৫.৭ ট্রিলিয়ন ইউয়ান হয়েছে; বৃদ্ধি ৫.৭ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি ব্যয় বেড়েছে মাত্র ১.২ শতাংশ। কর-রাজস্বের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়কর বেড়েছে ১৪.৫ শতাংশ এবং দেশীয় মূল্য সংযোজন কর বেড়েছে ৫.৯ শতাংশ। বিপরীতে দেশীয় ভোগকর কমেছে ৩.৬ শতাংশ এবং জমি-সম্পর্কিত কিছু করেও পতন দেখা গেছে। এই পরিসংখ্যান চিনের অর্থনীতির কাঠামোগত সমস্যাটিও সামনে আনে। ভোগ বাড়ানোকে আগামী পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় চিন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে খুচরো ভোগ্যপণ্যের মোট বিক্রি প্রায় ৬০ ট্রিলিয়ন ইউয়ানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মানুষের আয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান উন্নত করা এবং সামাজিক সুরক্ষা শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভোগক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তাই ভোগ বাড়ানোর লক্ষ্য সামনে রেখে নাগরিকদের ওপর করের চাপের কাঠামোটি অত্যন্ত ভয়াবহ দিকেই যাবে।

হরমুজ ঘিরে অনিশ্চয়তা

নয়াদিল্লি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবারের এই ফোনালাপে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন দুই নেতা। একই সময়ে ইরান জানিয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে ভেঙে পড়া যুদ্ধবিরতি ফের কার্যকর করার লক্ষ্যে তেহরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের বিষয়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে তারা একটি জবাব পেয়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ঘিরে কূটনৈতিক তৎপরতা নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারত-মার্কিন বিশ্বব্যাপী সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। দুই দেশের মানুষের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়েও তাঁরা একমত হন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং বিশেষ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলমান উদ্যোগ নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। এদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, তেহরান এখনও ট্রাম্পের ঘোষিত প্রত্যাখ্যানের আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। তবে বুধবার ইরানের এক সরকারি মুখপাত্র জানান, আরাঘচি মার্কিন জবাব

ইরান সরকারকে জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে ইরান একটি প্রস্তাব দেয়, যার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলির উপর অবরোধ তুলে নেবে এবং ইরান সাত দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেবে। ইরানের দাবি, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য জুনে ট্রাম্প ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি অন্তর্বর্তী সমঝোতাকে পুনরুজ্জীবিত করা। ওই সমঝোতা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকের সময় গত সপ্তাহে কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা নিউইয়র্কে মার্কিন ও ইরানি প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ চালিয়ে যান। রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলা আলোচনাসংশ্লিষ্ট এক আধিকারিকের দাবি, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে অনেকটাই সমঝোতা রয়েছে, তবে কোন পদক্ষেপ আগে নেওয়া হবে তা নিয়ে এখনও মতপার্থক্য রয়েছে। হরমুজ প্রণালী ঘিরে পরিস্থিতি এই আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহনপথ এই প্রণালী ইরানের উপকূলের পাশ দিয়ে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ওই পথে জাহাজ চলাচল কিছুটা বেড়েছে, তবে হামলার ঝুঁকির কারণে পরিবহণ খরচ বেড়েছে এবং অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ব্রিটেনের ইউকেএমটিও জানিয়েছে,

মঙ্গলবার দুটি জাহাজে প্রজেক্টাইল আঘাত হেনেছে। এর মধ্যেই ইরাক থেকে শেষ মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারও সম্পন্ন হয়েছে। মার্কিন ও ইরাকি আধিকারিকেরা বুধবার এই প্রত্যাহারের কথা জানান। ২০২৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, ট্রাম্প প্রশাসনের সময় তার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হল। ইরান ও তার মিত্র গোষ্ঠীগুলি এই প্রত্যাহারকে নিজেদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখছে। ইরাক দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরোক্ষ সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ফলে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির প্রভাব আরও বাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সময়ে ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও যুদ্ধের কারণে চাপে রয়েছে। অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল ও আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-মার্কিন শীর্ষ পর্যায়ের যোগাযোগ এবং ওয়াশিংটন-তেহরানের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক বার্তা আদানপ্রদান—দুটি ঘটনাই মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের পরবর্তী গতিপথের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ইরান সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

লক্ষ্য

প্রথম পাতার বাকি অংশ
খতম করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৩ ডিসেম্বর দাচিগামে জুনেইদ ভাট, ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই ‘অপারেশন মহাদেব’-এ সুলেমান এবং ২০২৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ‘অপারেশন অসধর’-এ ইয়াসির খতম হয়। এই চার কমান্ডারের সঙ্গে ২০২৩ সালের হালান হামলা, ডিসেম্বর ২০২৩-এর ডিকেজি হামলা, মে ২০২৩-এর কাভি হামলা, মে ২০২৪-এর শাহসিতার হামলা, জুন ২০২৪-এর শিব খোরি হামলা, অক্টোবর ২০২৪-এর গাগানগির হামলা, অক্টোবর ২০২৪-এর বুটাপাখরি হামলা এবং এপ্রিল ২০২৫-এর বাইসারান হামলার যোগসূত্রের কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। মুসাকে খতম করার বর্তমান অভিযানটি মে ২০২৬ থেকে চলা দীর্ঘমেয়াদি ‘অপারেশন শেরুওয়ালি’-র অংশ ছিল। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, ভারতীয় সেনা এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা গত কয়েক বছর ধরে সমন্বয়ের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়ে আসছে। কেন্দ্রের দাবি, এই সমন্বিত অভিযানের ফলে ধারাবাহিক ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ই-নিলাম

প্রথম পাতার বাকি অংশ
বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের একটি হাতে আঁকা ছবিও রয়েছে মেমেটোর তালিকায়। ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যের পিরামিড-আকৃতির টেরাকোটা কাঠামো এবং খিলানযুক্ত গ্যালারির বৈশিষ্ট্য ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পী নিবেদিতা নেমার স্বাক্ষর রয়েছে ওই চিত্রকর্মে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহে বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিও স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুক্ত স্মারক রয়েছে এই সংগ্রহে। পাশাপাশি মদনমোহন মন্দির, জলেশ্বর শিবের মন্দির, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর এবং কালনার ঐতিহাসিক মন্দিরগুলির প্রতিকল্পও রয়েছে। দুর্গাপূজোর শিল্প ও কারুশিল্প, বাঁকুড়ার লোকঐতিহ্য এবং বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক স্মারকও ই-নিলামে রাখা হয়েছে। ফলে ১০৯টি স্মারকের এই সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় পরম্পরা, লোকশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, শিল্পকলার ঐতিহ্য এবং সমকালীন স্মারক নির্মাণ—বিভিন্ন দিক একসঙ্গে উঠে এসেছে। পিএম মেমেটো ই-নিলামের মাধ্যমে এই স্মারকগুলির প্রদর্শন ও নিলাম অনলাইনে হচ্ছে। ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে অষ্টম পর্বের নিলাম। ই-নিলামে ভালো সাড়া মিলেছে।

বিদেশী খনিও

প্রথম পাতার বাকি অংশ
শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে আনার জন্য দেশে প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষমতাও তৈরি করার দিকে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চাইছে কেন্দ্র। এই লক্ষ্যে পোল্যান্ড বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের খনন প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, খনি নিরাপত্তা প্রযুক্তি এবং খনিজ পৃথকীকরণ পদ্ধতি ভারতের খনন শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সঙ্গে সহযোগিতা আবার প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেতে পারে। ফলে ভারতের আন্তর্জাতিক খনিজ কূটনীতি কাঁচামাল কেনাবেচার পাশাপাশি প্রযুক্তি স্থানান্তরের পথও তৈরি করতে পারে। মরক্কো ও আলজেরিয়ার মতো দেশের ক্ষেত্রে আবার গুরুত্বপূর্ণ খনিজের পাশাপাশি ফসফেটের মতো সম্পদের গুরুত্ব রয়েছে। এর সঙ্গে ভারতের সার ও কৃষি নিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ভারতের খনিজ নিরাপত্তা শুধু বৈদ্যুতিক গাড়ি বা সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্রশ্ন নয়; খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গেও এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। মঙ্গোলিয়ার ক্ষেত্রে কোকিং কোলের সক্ষমতাকে ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্ভাবনা ভারতের ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা যায়, সেই যোগাযোগের সম্পর্কিত। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে খনিজ কাঠামোও তৈরি করছে বলে অভিমত শিল্প সম্পদ ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। মহলের।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গ্রাফাইট ও অন্যান্য খনিজ নিয়ে সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। এই বৈচিত্র্য দেখাচ্ছে, ভারত কোনও একটি ‘ক্ৰিটিক্যাল মিনারেল’কে কেন্দ্র করে নীতি তৈরি করছে না; বরং শিল্প, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো এবং কৃষি—প্রতিটি ক্ষেত্রের কাঁচামাল নিরাপত্তাকে বৃহত্তর খনিজ কৌশলের অংশ করছে। এই ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়চুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কোনও একটি দেশের বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর না করে একাধিক উৎসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহের ব্যবস্থা তৈরি করা গেলে আন্তর্জাতিক মূল্য ওঠানামা বা ভুরাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কিছুটা সামাল দেওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে ভারতীয় সংস্থাগুলি যদি বিদেশের খনি প্রকল্পে সরাসরি অংশীদার হয়, তাহলে শুধু বাজার থেকে খনিজ কেনার পরিবর্তে সরবরাহ-শৃঙ্খলের উৎস পর্যায়েই ভারতের উপস্থিতি তৈরি হবে। ইন্ডিয়া মাইনিং উইক ২০২৬-এর ‘গ্লোবাল কানেক্ট’ বৈঠকের গুরুত্ব এখানেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯টি দেশের প্রতিনিধিদের এক জায়গায় এনে ভারত শুধু নিজের খনিজ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার পাশাপাশি; বিভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদ, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং শিল্প মঙ্গোলিয়ার ক্ষেত্রে কোকিং কোলের সক্ষমতাকে ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্ভাবনা ভারতের ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা যায়, সেই যোগাযোগের সম্পর্কিত। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে খনিজ কাঠামোও তৈরি করছে বলে অভিমত শিল্প সম্পদ ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। মহলের।

রবি-খরিফ মিলিয়ে ডাল ও অন্য শস্য সংগ্রহে জোর

নয়াদিল্লি: কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা এবং রপ্তানির কৃষিতে ফসলের বৈচিত্র্য বাড়ানোর লক্ষ্যে রবি ও খরিফ—দুই মরশুমেরই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি-ভিত্তিক সরকারি সংগ্রহ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নিল কেন্দ্র। ২০২৭-২৮ বিপণন মরশুমের জন্য সমস্ত নিধারিত রবি শস্যের এমএসপি বৃদ্ধির অনুমোদনের পাশাপাশি খরিফ বিপণন মরশুম ২০২৬-২৭-এ উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলঙ্গানা থেকে ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহের জন্য ৫,৫৪৭.৯৯ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি ২০২৭-২৮ মরশুমের জন্য রবি শস্যের নতুন এমএসপি অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৭৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল বৃদ্ধি করা হয়েছে জাফরানের ক্ষেত্রে। ফলে জাফরানের নতুন এমএসপি হয়েছে ৭,২১৫ টাকা। রেপসিড ও সর্ষের এমএসপি ৪১৩ টাকা বাড়িয়ে ৬,৬১৩ টাকা, মসুরের এমএসপি ৩৯০ টাকা বাড়িয়ে ৭,৩৯০ টাকা করা হয়েছে। ছোলায় ৮৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে এমএসপি হয়েছে ৫,৯৫৮ টাকা, যবে ১৩৬ টাকা বেড়ে ২,২৮৬ টাকা এবং গমে ২৫ টাকা বেড়ে ২,৬১০ টাকা প্রতি কুইন্টাল হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এমএসপি নির্ধারণ করা হয়েছে। ওই নীতিতে সর্বভারতীয় ওজনযুক্ত গড় উৎপাদন খরচের অন্তত দেড়গুণ হারে এমএসপি নির্ধারণের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। নতুন এমএসপিতে উৎপাদন খরচের তুলনায় গমে ১০৬ শতাংশ, রেপসিড ও সর্ষেতে ৯৬ শতাংশ, মসুরে ৯২ শতাংশ, ছোলায় ৫৯ শতাংশ, যবে ৫৮ শতাংশ এবং জাফরানে ৫০ শতাংশ মার্জিন রাখা হয়েছে। উৎপাদন খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি, বলদ বা যন্ত্রের শ্রম, লিজ নেওয়া জমির ভাড়া, বীজ, সার, সেচ, কৃষি সরঞ্জাম ও কৃষি ভবনের অবচয়, কার্যকরী মূলধনের সুদ, পাম্প চালানোর ডিজেল বা বিদ্যুতের খরচ, অন্যান্য খরচ এবং পরিবারের শ্রমের হিসাব করা মূল্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রবি

শস্যের ক্ষেত্রে সরকারি সংগ্রহের পরিমাণও গত এক দশকে বেড়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত গম সংগ্রহ হয়েছে ৩,৭১৫ লক্ষ টন। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে এই পরিমাণ ছিল ২,২৫৪ লক্ষ টন। ছয়টি রবি শস্য মিলিয়ে সংগ্রহ ২,৩০২ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৩,৯২১ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। একই সময়ে গম চাষীদের এমএসপি বাবদ দেওয়া অর্থ ২.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭.৩১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ছয়টি রবি শস্যের ক্ষেত্রে মোট এমএসপি পেমেন্ট ২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮.৩৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি খরিফ মরশুমেও ডাল ও তৈলবীজের সরকারি সংগ্রহ বাড়ানো হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান প্রাইস সাপোর্ট স্কিম বা পিএসএস-এর আওতায় উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলঙ্গানার জন্য মোট ৫,৫৪৭.৯৯ কোটি টাকার এমএসপি সংগ্রহ অনুমোদন করেছেন। তিন রাজ্য থেকে মোট ৭.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহ করা হবে। উত্তরপ্রদেশের জন্য অনুমোদিত হয়েছে ৩,৯৯২.৫৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন তুর সংগ্রহে ৩,৯৩৭.৭০ কোটি টাকা এবং ৬,২৫০ মেট্রিক টন মুগ সংগ্রহে ৫৪.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্ণাটকে ১,১০৭ কোটি টাকার সংগ্রহ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১,১৫,৫০০ মেট্রিক টন সয়াবিনের জন্য ৬৫৯.২৭ কোটি টাকা, ৩৮,২৫০ মেট্রিক টন মুগের জন্য ৩৩৫.৮৩ কোটি টাকা এবং ১৩,৪১৩ মেট্রিক টন সূর্যমুখীর জন্য ১১১.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তেলঙ্গানায় ৪৪৮.৪২ কোটি টাকার সংগ্রহ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬২,০০০ মেট্রিক টন সয়াবিন সংগ্রহে ৩৫৩.৯০ কোটি টাকা এবং ১০,৭৬৬ মেট্রিক টন মুগ সংগ্রহে ৯৪.৫২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এমএসপি বৃদ্ধি এবং সরকারি সংগ্রহের এই ব্যবস্থা কৃষকদের বাজারদরের পতনের প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদনে উৎসাহ দেবে।

